জেহাদ সমাচার

(আমি জেহাদী বলছি)

১৪ কোটি মুসলমানের দেশ, বাংলাদেশ। মুসলমানদের কেউ কি আছেন, আমার সহজ সরল ভাষার একটি প্রশ্নের উত্তর দেবেন।

বাংলাদেশের মানুষের জন্যে আল্লাহ্‌র রচিত সংবিধান কোরআন তথা ইসলামী শাসন ভাল না খারাপ? কি হলো মুসলমান ভাইয়েরা, জবাব দিন, ইসলামী শাসন ভাল না খারাপ? যদি বলেন ভাল, তাহলে আপনারা সবাই মুনাফিক, আর যদি বলেন খারাপ, তাহলে আপনারা সবাই কাফির। ফতোয়াটা আমার নয়, সহীহ্‌ কোরআন-হাদীসের কথা। মুনাফিক এ জন্যে যে, আপনারা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান দেশের মানুষ হয়েও আল্লাহ্‌র সংবিধান কোরআন বাদ দিয়ে ডঃ কামাল হোসেন সহ কিছু মানুষের রচিত সংবিধান মেনে নিয়েছেন। কাফির এ জন্যে যে, বাংলাদেশে ইসলামী শাসন কায়েম না করে আপনারা আল্লাহ্‌ তা'লার মানব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যকেই অস্বীকার করেছেন। সুতরাং জামাতুল মুজাহিদীন, জামাতে ইসলাম, হরকাতুল জিহাদের, আল্লাহর সৈনিকগণ নিরপরাধ মানুষ খুন করছেন না বরং নিজের জীবন বাজী রেখে কাফির-মুনাফিকদেরকে হত্যা করে বাংলাদেশে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন। এ কোরআন সম্মত বৈধ এবং বড়ই নেয়ামতের কাজ। ১৪ শো বছর পরে যারা আজ প্রশ্ন করেন, 'মুসলমান মুসলমানকে খুন করতে কোনদিন শুনি নাই', তারা বড়ই নির্বোধ, আহাম্মক, মুর্খ। ইসলামের ইতিহাস তারা জানেন না। সমাজে ন্যায় বিচার সত্য, ইনসাফ কায়েম করতে সাহাবীগণ একে অন্যকে কচুকাটা দিয়েছেন, ইসলামের ইতিহাসে তা লিপিবদ্ধ আছে। সাহাবী হজরত আয়েশা (রাঃ) ও হজরত আলীর (রাঃ) মধ্যকার যুদ্ধে কমপক্ষে ১০ হাজার মুসলমানের গলা কাটা হয়েছিল। ইসলাম সম্মন্ধে অজ্ঞ এদের দলে আছেন, সাহিত্যিক হুমায়ুন আহমেদ থেকে খালেদা, হাসিনা সহ অনেক অনেক কবি সাহিত্যিক, দার্শনিক, বিচারক, শিক্ষক, কর্ণেল, জেনারেল, ইঞ্জিনিয়ার, রাজনীতিবিদগণ। প্রকৃত ইসলামকে জানতে হলে আপনাকে পড়তে হবে দেশ বরণ্যে আলেম ওলামা মশায়েখগণের লিখা বই, শুনতে হবে তাদের কথা। কোরআন হাদীসের আলোকে তাঁদের লিখা সেই মুল্যবান বই বাংলাদেশের খোলা বাজারে পাওয়া যায়। আমি জানি এই বইগুলোর প্রতি আপনাদের পরোক্ষ নমনীয় সমর্থন আছে, কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে তা যতেষ্ঠ নয়। আল্লাহ্‌র আইনের ওপরে কারো আইন চলতে পারেনা। যদি নিজেকে খাঁটি মুসলমান বলে দাবী করেণ, যদি মৃত্যুর পরে বেহেস্তের সুখ-শান্তি উপভোগ করার বিন্দুমাত্র আশা থাকে তাহলে নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করে আজই একখানা বই সংগ্রহ করুন। আল্লাহ, মোহাম্মদ (দঃ) ও বেহেস্তের ছবি মনে রেখে খাস দিলে বই পড়ুন, দেখবেন আল্লাহই তাঁর কুদরতি হাতে আপনার পকেটে একটি গ্রেনেড বা বোমা ঢুকিয়ে দেবেন। বই প্রাপ্তির ঠিকানা ৪ ও ৫ ডিসেম্বর ২০০৫ 'আজকের কাগজ' এ দেয়া আছে।

নগরীর শাহবাগের কাঁটাবন মসজিদ সংলগ্ন দোকান ও বায়তুল মোকাররম মসজিদের নীচতলায়।

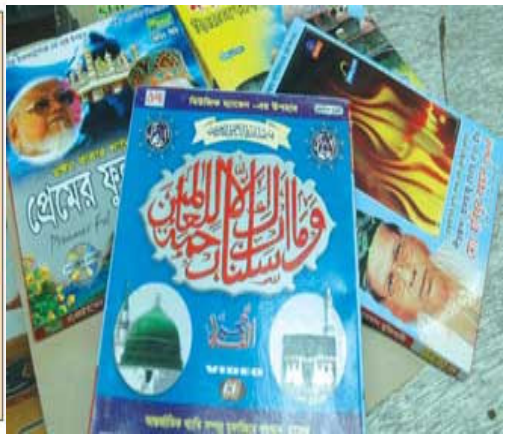

সেদিন এক মূর্খ আমাকে জিজ্ঞেস করে- 'আত্মঘাতী বোমা জায়েজ' কোরআনের কোন্ জায়গায় লিখা আছে? আমি বল্লাম- কোরআনের কোন্ জায়গায় লিখা আছে 'জোহরের নামাজ চার রাকাত ফরজ'? সে বল্লো- নিশ্চয়ই কোরআনের কোথাও আছে, না হলে তা ফরজ হয় কি ভাবে?
জেহাদের মাঠে শত্রুকে বধ করতে না পেরে জনৈক সাহাবী যখন আত্মহত্যা করেণ, অন্যান্য সাহাবীগণ তাঁর জানাজা পড়া যায় কি না, এ জন্যে নবীজীর পরামর্শ চাইলেন। নবীজী আত্মহত্যাকারীকে শহীদ ঘোষনা দিয়ে নিজ হাতে তাঁকে দাফন কাফন করে নিজেই তাঁর জানাজায় ইমামতি করেণ। হাদীসে তাঁর প্রমান আছে। আজ যে আমাদের গুরুজন বলছেন- ইসলাম আত্মহত্যা সমর্থন করেনা, তা আমাদের জেহাদের অপর একটি কৌশল। তাঁরাই চেচনিয়া, ফিলিস্তিনী শহীদদের 'আত্মহত্যা' প্রশ্নের উত্তরে, অনেক ওয়াজ মাহফিলে বলেছেন- জালিম সরকারের বিরুদ্ধে অনন্যোপায়ে 'আত্মহত্যা' জায়েজ আছে'। আমাদের কাছে তাঁদের পবিত্র বয়ান শুধু অডিও নয় চিত্র সহকারে ভিডিওতে ধারণ করা আছে।

আচ্ছা বলুনতো, আল্লাহ্‌র কাছে ইসলামই একমাত্র গ্রহনযোগ্য এবং শ্রেষ্ট ধর্ম, বাকি জগতের সবগুলো ধর্ম বাতিল ও নিকৃষ্ট কি না? নিকৃষ্ট ধর্মের মানুষও যে আল্লাহ্‌র কাছে উৎকৃষ্ট নয় তার প্রমান দেখুন প্রধান মন্ত্রী খালেদা বেগমের কথায়।

> ... যারা ধর্মের নামে বোমাবাজি করছে তারা দেশের শত্রু, সমাজের শত্রু, গণতন্ত্রের শত্রু, ইসলামের শত্রু বলে উল্লেখ করে বেগম খালেদা জিয়া বলেন, এদের ধরিয়ে দিতে হবে, শাস্তি দিতে হবে। যে কোন মূল্যে এদের দমন করতে হবে। এদের ছাড়া যাবে না। তিনি বলেন, বোমাবাজি করে ওরা নাকি বেহশতে যাবে। মানুষ হত্যাকারীরা বেহেশতে নয়, তাদের স্থান হবে নরকের চেয়েও নিকৃষ্ট স্থানে। বরং বোমা হামলায় যারা মারা গেছেন তারা মুসলমান হলে বেহেস্তে যাবেন।

ইনকিলাব- ১ ডিসেম্বর ২০০৫।

লক্ষ্য করেছেন, ফতোয়াটা বুঝতে কারো অসুবিধা হওয়ার কথা নয় 'বোমা হামলায় যারা মারা গেছেন তারা বেহেস্তে যাবেন যদি তারা মুসলমান হন।' বেহেস্তে যাওয়ার এমন মোক্ষম সুযোগটা হেলায় হারাবেন না। বলুনতো মুসলিম ভাইয়েরা, হিন্দু জজ, ম্যাজিস্ট্রেইট বা দোজখী অমুসলিমগণ দুনিয়ায় বেঁচে থাকায় আর না থাকায় আমাদের আল্লাহ্‌র কি আসে যায়? বে-আক্কেল ইংল্যান্ডের প্রধান মন্ত্রী যদি তার জনগণকে বলতো- ৭/৭ তারিখে বোমায় যারা মারা গেছেন তারা বেহেস্তে যাবেন যদি তারা খৃষ্টান হন, তাহলে আমাদের কতইনা সুবিধা হতো।

শুধু আওয়ামী লীগ ছাড়া কোন রাজনৈতিক দলের মাথায় কেন বোমা পড়েনা, আমাদের কিবলা মুফতি হুজুর এক পত্রিকার সাক্ষাৎকারে তার ইঙ্গিত দিয়েছেন- 'বি এন পি'র মাঝে ইসলামী সেন্টিমেন্ট আছে, আওয়ামী লীগের মাঝে তা নেই'।

আমাদের লিষ্টে কিছু কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক রাজনীতিবিদ অবসরপ্রাপ্ত সামরিক বাহিনীর লোক ও বিচারক আছেন যারা প্রকৃত মুসলমান না হয়েও প্রায়ই ইসলাম ও মাদ্রাসা শিক্ষার পক্ষে জনসভায় বিবৃতি দেন, পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি করেণ। আমরা তাদের গায়ে আপাতত হাত দেবোনা কারণ আমরা মনে করি, ইসলামকে ও ইসলামী সেন্টিমেন্ট সর্বস্তরের মানুষের মনে জিইয়ে রাখতে, আমাদের বোমার চেয়ে তাদের বিবৃতি লেখালেখি অনেক বেশী এফেক্টিভ। অন্তত তারা আমাদের পবিত্র স্থান মসজিদ, কওমী মাদ্রাসা, আলীয়া মাদ্রাসা, আমাদের পবিত্র জেহাদের উৎস, কোরআন হাদীসের প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করছেন না। তারা যখন তাদের বর্ণালী ভাষা দিয়ে সকল দায়ভার ভারত, ইংল্যান্ড, ইসরাইল ও আমেরিকার প্রতি ছুঁড়ে দিচ্ছেন, আমরা সাময়ীক ভাবে তাদের প্রতি একটু করুণা করছি। শত্রুর শত্রু আমাদের ক্ষণিকের মিত্র,

ব্যস এইটুকুই। তবে শান্তি তারাও পাবে, যদি না তারা বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ ও ধর্ম-নিরপেক্ষতা সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে কোরআনই রাষ্ট্রের একমাত্র সংধিান হিসেবে গ্রহন করে। তাদের কিছুকিছু লেখক যেমন পত্রিকায় লিখেছেন-

'নবীজীর (দঃ) একটি বাণী এরকম- 'আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশী অনুগ্রহ পেতে পারেণ সেই ব্যক্তি যার কাছে আল্লাহর সৃষ্ট জীবন সব চেয়ে বেশী উপকার পায়।' নবীজী বলে গেছেন- 'মূল জিহাদ হলো নফসের বিরুদ্ধে।'
হুমায়ুন আহমেদ-প্রথম আলো, ১লা ডিসেম্বর ২০০৫।

হুমায়ুন আহমেদের মত লেখকদের ইসলামি জ্ঞান প্রাথমিক স্কুলের পাঠ্য-পুস্তকে 'নবীজীর দয়া' 'কাঠুরিয়ার গল্প' অষ্টম শ্রেণীর 'প্রসিদ্ধ ৪০ হাদীস' এ সীমাবদ্ধ। জিহাদের হাদীসটি কোথায় পেলেন উল্লেখ করেণনি। এ হাদীসের পেছনের ইতিহাসটাও হয়তো জানেননা। জিহাদের বর্ণনায় ১৯৯৭ সালে 'মিডল্-ইষ্ট কোয়ার্টারলি' প্রকাশনায় Douglas E. Streusand লিখেন- 'Does jihad mean a form of moral self-improvement or war in accord with Islamic precepts? There is no simple answer to this question, for Muslims for at least a millennium have disagreed about the meaning of jihad. But there is an answer. The term jihad in many contexts means fighting (though there are other words in Arabic that more unambiguously refer to the act of making war, such as qital or harb). In the Qur'an and in later Muslim usage, jihad is commonly followed by the expression *fi sabil Illah*, "in the path of God." The description of warfare against the enemies of the Muslim community as jihad fi sabil Illah sacralized an activity that otherwise might have appeared as no more than the tribal warfare endemic in pre-Islamic Arabia.

After the Qur'an, the *Hadith* (reports on the sayings and acts of the prophet) is the second most important source of Islamic law (Shari`a). In *Hadith* collections, jihad means armed action; for example, the 199 references to jihad in the most standard collection of *hadith*, *Sahih al-Bukhari*, all assume that jihad means warfare. More broadly, Bernard Lewis finds that "the overwhelming majority of classical theologians, jurists, and traditionalists [i.e., specialists in the Hadith] . . . understood the obligation of jihad in a military sense."

These figures formed one distinct interpretation of jihad as war and Ibn Taymiya and his followers formed another. For the jurists, jihad fits a context of the world divided into Muslim and non-Muslim zones, *Dar al-Islam* (Abode of Islam) and *Dar al-Harb* (Abode of War) respectively. This model implies perpetual warfare between Muslims and non-Muslims until the territory under Muslim control absorbs what is not, an attitude that perhaps reflects the optimism that resulted from the quick and far-reaching Arab conquests. Extending Dar al-Islam does not mean the annihilation of all non-Muslims, however, nor even their necessary conversion. Indeed, jihad cannot imply conversion by force, for the Qur'an (2:256) specifically states "there is no compulsion in religion." Jihad has an explicitly political aim: the establishment of Muslim rule, which in turn has two benefits: it articulates Islam's supersession of other faiths and creates the opportunity for Muslims to create a just political and social order.'

The prominent legal philosopher Ibn Taymiya (1268-1328) took a more activist position. He declared that a ruler who fails to enforce the Shari`a rigorously in all its aspects, including the performance of jihad, forfeits his right to rule. A vigorous critic of the status quo, Ibn Taymiya strongly advocated, and personally participated in, jihad as warfare against the Crusaders and Mongols who occupied parts of Dar al-Islam. Ibn Taymiya developed his outlook by building on a long tradition of dissidents in Islamic history who directed jihad against rulers they deemed insuffiently Muslim, including the Kharijis of the seventh century and the Assassins of the eleventh century. Perhaps most important, he broke with the mainstream of Islam by his asserting that a professing Muslim who does not live by the faith is an unbeliever. Most jurists tolerated Muslim rulers who violated the Shari`a for the sake of the community, finding tyranny less bad than division or disorder, but Ibn Taymiya insisted on more.[10] Ibn Taymiya and his associates are the most important intellectual precursors of contemporary Islamism.

Islamic law condemns all warfare that does not qualify as jihad, specifically all warfare among Muslims. Military action against Muslims is justified only by denying them the status of Muslims, classifying them as apostates or ragainst legitimate authority. For example, when Caliph al-Ma'mun and his brother al-Amin struggled for control of the caliphate in 809-13, Ma'mun called Amin an apostate. Muslim writers use the term *fitna*, meaning trial or temptation, to describe divisions within the Muslim community. Though premodern Muslim writers do not say so, *fitna* became a permanent condition after 750, when the political unity of the Muslim community (*umma*) came to an end.

খলিফা আল্-মামুনের মত বাংলাদেশ সরকারকে আমরাও apostate বা ধর্ম-ত্যাগী বলেই গণ্য করি। আমরা জেহাদ করছি ঠিক নবীজীর তরিকায়, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। নবীজী যেভাবে আগে চিটি লিখে সতর্ক করতেন, আমরা সেই সুন্নত পালন করি। একান্ত বাধ্য হয়ে অস্ত্র হাতে নিতে হয়। আল্লাহ্‌র রাস্তায় জেহাদ করার বিভিন্ন পন্থা আছে। দেখুন আমাদের হুজুর দেলওয়ার হোসেন সাঈদী ১৯৮১ সালে সিলেট আলীয়া মাদ্রাসা প্রাঙ্গনের ওয়াজ মহফিলে বলেন-

' আমরা ক্ষমতায় যেতে পারলে তা'গুতিবাদী ডঃ আহমেদ শরীফ ও হুমায়ুন আজাদের মত মুরতাদদেরকে কেটে টুকরো টুকরো করে বঙ্গোপসাগরে নিক্ষেপ করবো ইন্‌শাল্লাহ্'।

আফগান ফেরত ইসলামী মোজাহিদ মৌলানা হাবিবুর রহমান (সিলেটি) বলেন-

'তসলিমা নাসরিনের মাথার দাম মাত্র ৫০ হাজার টাকা'।

বায়তুল মোররামের খতিব হজরত ওবায়দুল হক বলেন-

‘পাকিস্থান ভেঙ্গেছিল এদেশের কিছু গাদ্দার (মুক্তি-যোদ্ধা)।

হুজুর ফজলুল হক আমিনী বলেন-

ফজলুল হক আমিনী

‘কওমী মাদ্রাসায় পুলিশী তল্লাসী চালালে দেশে আগুন জ্বলবে’। এ সবই হলো ইসলামী জেহাদের বিভিন্ন রূপ।

ভিন্ন ভিন্ন নামে আমাদের লোক আছেন সংসদে, মসজিদে, মাদ্রাসায়, ওয়াজ মহফিলে ভারবেল যুদ্ধে, আমাদের কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক আছেন কলম যুদ্ধে, আর আমরা আছি পেটে বোমা বেঁধে স্ব-সস্ত্র যুদ্ধে।

হাসিনা বেগম বলেছেন-‘ বি এন পি ক্ষমতা ত্যাগ করলেই বোমা সন্ত্রাস বন্ধ হয়ে যাবে’। তাঁর কথা শুনে আমাদের হাসতে হাসতে খুন হওয়ার উপক্রম। তিনি ক্ষমতায় আসতে পারেণ, কিন্তু দেশ চালাবেন কাকে দিয়ে? প্রশাসন থেকে হঠাৎ করে ইসলামী সেন্টিমেন্টতো হাওয়ায় উড়ে যাবেনা, আর আমরাও দেশ ছেড়ে কোথাও চলে যাচ্ছিনা। আমরা বলি, সংসদ থেকে মানব রচিত সংবিধানে লাথি মেরে ডাষ্টবিনে নিক্ষেপ করুন, তার স্থলে আল্লাহ্‌র রচিত সংবিধান আল্-কোরআন বসিয়ে ওয়ারাসাতুল আম্বীয়াদের (নবীগণের প্রতিনিধি) হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করুন, ১২ ঘন্টার মধ্যে বোমাবাজী বন্ধ হয়ে যাবে, ২৪ ঘন্টার মধ্যে বাংলাদেশে হজরত ওমরের (রাঃ) শাসন কায়েম হয়ে যাবে। চোখের সামনে জনগণ দেখতে পাবে খোলাফায়ে রাশেদিনদের সেই সুখ-শান্তির সুন্দর স্বর্ণালী যুগ।

এবার শেষ তিনটি জিজ্ঞাসা। বলুনতো প্লীজ (১) মুসলমানদের নবী সকল নবীর সর্দার কি না? (২) মুসলমানদের কোরআন পৃথিবীর সকল ধর্ম-গ্রন্থের সেরা ধর্ম-গ্রন্থ কি না? (৩) আল্লাহ্‌র কাছে ইসলামই একমাত্র গ্রহনযোগ্য ধর্ম কি না? উত্তর জানা না থাকলে জেনে নিন-

‘ ইসলামের মহানবী হজরত মুহাম্মদ (স.) মানবতাবোধকে কতো উচ্চে তুলে ধরেছিলেন তা আজো পৃথিবীর সকল মনীষী বিস্ময়ের সঙ্গে স্মরণ করেন। একথা সকলেই স্বীকার করেন যে, একমাত্র ইসলামের নবী মুহাম্মদই (স.) মানবতার কথা মুখে বলে তা বাস্তবে রূপদান করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। *(বাকি ধর্মের নবীগণ দুনিয়ায় শুধু ঘাসই কেটেছেন)* মক্কা বিজয়ের দিন শত্রুর ওপর প্রতিশোধ না নিয়ে তিনি ঘোষণা করেছিলেন, ‘আজকের দিনে তোমাদের কারো বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই।’ *(বাংলাদেশের মানুষের প্রতি আমাদেরও কোন অভিযোগ থাকবেনা, যেদিন আমরা দেশ জয় করে শারিয়া আইন প্রতিষ্ঠা করে নেবো)* ইসলাম মানবতার ধর্ম এবং মহান আলাহর মনোনীত একটি পুর্ণাঙ্গ ও পরিপুর্ণ জীবন ব্যবস্থা। রাসুলুলাহ (স.)-এর বিদায় হজের সময় শান্তির ধর্ম ইসলামই যে পুর্ণাঙ্গ এবং শ্রেষ্ঠ সে কথা মহান আলাহ বলেছেন, ‘আজ তোমাদের জন্য

তোমাদের দীন ইসলাম পূর্ণ করলাম এবং আমার অনুগ্রহ তোমাদের উপর সমাপ্ত করলাম, আর তোমাদের জন্য দীন ইসলামকে মনোনীত করলাম।'

ড. মোঃ আবু বকর সিদ্দীক : প্রফেসর, আরবি বিভাগ, ২০০৫। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ভোরের কাগজ ২ ডিসেম্বর ২০০৫।

মহানবীর মিশন ও মুসলিম উম্মার দায়িত্ব

প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে মানুষকে হতে হবে বিশ্ব সম্রাট্রার আজ্ঞাবহ বা হুকুমের গোলাম। মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহর গোলামী বা দাসত্ব করার জন্য এবং একই সাথে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য। অর্থাৎ মানুষ একদিকে যেমন আলস্নাহর গোলাম বা দাস তেমনি সেই সাথেই সে আবার আল্লাহর খলিফা। সুতরাং পৃথিবীতে মানুষ দায়িত্বহীন নয়। আল্লাহর একনিষ্ঠ গোলামে পরিণত হওয়ার পাশাপাশি আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধান জারি ও তা নিশ্চিত করাই হলো খলিফা হিসেবে মানুষের দায়িত্ব। *(আমরা তা নিশ্চিত করে ঘরে ফিরবো ইন্‌শাল্লাহ্‌)*
মুহাম্মদ আবুল হুসাইন, ইত্তেফাক- ডিসেম্বর ২, ২০০৫।

ধর্মীয় মূল্যবোধই সঠিক পথে পরিচালনার শক্তি রাখে

'সালমুন' শব্দ থেকে 'ইসলাম' শব্দের উৎপত্তি। এর সাধারণ অর্থ হচ্ছে শান্তি এবং ব্যাপক অর্থ হচ্ছে আত্মসর্মপন। তবে এ দু'টো অর্থের বিশদ ব্যাখ্যা স্বল্প পরিসরে দেয়া এখানে সম্ভবপর নয় বিধায় সার কথা অতি অল্প কথায় যা বলা যায় তা হচ্ছে মহান সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তার কাছে আমাদেরকে পুরোপুরিভাবে আত্মসমর্পণ করতে হবে। তাঁরই আদেশ এবং নিষেধসমূহ মেনে তাঁর রেজামন্দী অর্থাৎ সন্তুষ্টি লাভ করার জন্য আমাদেরকে জীবনভর চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আর এর জন্য মহান আলস্নাহ আমাদেরকে দান করেছেন সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব আল কুরআন। উহাই প্রকৃত সত্যের ধারক ও বাহক এবং উহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এ পবিত্র গ্রন্থই আমাদের পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। (মুহম্মদ ইয়াকুব আলী , ইত্তেফাক- ডিসেম্বর ২, ২০০৫)
(ধন্যবাদ মেজর জিয়াউর রহমানকে, যার কল্যানে আজ আমরা এ পর্যন্ত এসে পৌছুতে পেরেছি। 'দ্যা কোরআন' এ কমপ্লিট কোড অব লাইফ' বলে প্রক্রিয়াটা বাংলাদেশের সংবিধানে মেজর জিয়াউর রহমান বিস্‌মিল্লাহ দিয়ে শুরু করেছিলেন, শেষ করবো আমরা ইন্‌শাল্লাহ্‌)

ইসলামী রাজনীতি : কাঙ্ক্ষিত বিশ্বশান্তি

মাওলানা আব্দুল হান্নান তুরুকখলী

পবিত্র কোরআন অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করার জন্য রাসূল (সাঃ) হাদীসে বলেছেন-'কোরআন আল্লাহর দেয়া বিধান, তাতে রয়েছে অতীতকালের জাতিগুলোর ইতিহাস, ভবিষ্যতের মানব বংশের অবস্থা ও ঘটনাবলী সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী এবং বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে তোমার পরস্পরিক বিষয় সম্পর্কীয় রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন। মূলতঃ তা এক চূড়ান্ত বিধান, এ কোন বাজে কথা নয়।' (তিরমিজি)। অপর একখানা হাদীসে রাসূল (সাঃ) বলেছেন-'যে ব্যক্তি কোরআন অনুযায়ী জীবনযাপন করবে, সে প্রতিফল লাভ করবে। যে কোরআনের বিধান অনুসরণে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে, তার শাসন সুবিচারপূর্ণ হবে এবং তাকে (কোরআনকে) দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে, সে সঠিক পথে পরিচালিত হতে পারবে।' বিদায় হজ্বের ঐতিহাসিক ভাষণে রাসূল (সাঃ) বলেছেন- 'যদি তোমরা কোরআন ও হাদীসকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর, তাহলে কখনও বিভ্রান্ত হবে না।' এভাবে অগণিত আয়াত ও হাদীসে কোরআন অনুযায়ী রাজনীতি করার এবং রাষ্ট্র পরিচালনা করার কথা বলা হয়েছে।

(ইন্‌কিলাব- ৫ডিসেম্বর ২০০৫)

আমাদেরকে যে কোন নামেই ডাকা হউকনা কেন, আমাদের আল্লাহ পরিস্কার সহজ ভাষায় তার পাক কালামে বলছেন- *‘ওয়ালা তাকুলু লিমাইয়্যুকতালু ফি-সাবিলিল্লাহ-* তাদেরকে মৃত বলোনা যারা জীবন দিয়েছে আল্লার রাস্তায়, *বাল্ আহ্ইয়াউ ওয়ালা কিল্লা তাশয়ুরুন,* বরং তারা জীবত অমর অক্ষয়, কিন্তু তোমরা তা অনুভব করতে পারোনা।

তাই নির্দ্বিধায় স্ব-গর্বে আমাদের এক জেহাদী ভাই স্বীকার করেণ-

‘The suicide bomber in yesterday's Gazipur blast claimed to be a member of the suicide squad of banned Jama'atul Mujahideen Bangladesh (JMB) and to have carried out the bomb attack following 'Allah's order'. Razzak told reporters that he carried out the attack following Allah's order. When asked who gave him the order, Razzak said, "I got the order from Quran." (ডেইলী ষ্টার, ডিসেম্বর ২০০৫)

কিছু ভন্ড বাংলাদেশী সমাজ বিজ্ঞানী, লেখক, সাহিত্যিক সর্বদাই বিশ্ব জুড়ে আমাদের পবিত্র জেহাদী মিশনকে অর্থনৈতিক সমস্যা জনিত কারণ ও স্বাধীনতা সংগ্রাম বলে অভিহিত করেণ। এতে জেহাদের মধ্যে নিহিত আল্লাহ্‌র রেজামন্দি, তার মূল তাৎপর্য ও সম্মান কিছুটা ক্ষুন্ন হয়। আমরা বাংলাদেশী আল্লাহ্‌র সৈনীকগণ, প্রমান করে দিলাম তাদের ধারণা ভুল, আমরা জীবন উৎসর্গ করি শুধুমাত্র ‘ফর দ্যা ক’জ অব আল্লাহ’।

মাদ্রাসার প্রতি আপনাদের মনে গভীর মহব্বত আছে আমরা জানি। যখনই কেউ মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি তাদের না-পাক কলম উত্তোলন করেছে, আপনারা তাদের ঘাড় মটকায়ে দিতে সচেষ্ট হয়েছেন। আওয়ামী লীগ যদি ক্ষমতায় আসে, তারা মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করে দিতে পারে। মসজিদে উলু-ধ্বনি শুনা যাবে, মেয়েরা কপালে সিঁথুর পরা শুরু করে দেবে, ইসলামী শব্দ পানিকে, জল বলতে শেখাবে। মনে রাখবেন, মাদ্রাসা শিক্ষা না থাকলে আলেম ওলামা তৈরী হবেন কোত্থেকে? জন্মকালে কে শুনাবে সুমধুর আজান, কে পড়াবে বিয়ের আসরে আল্লাহ্‌র পবিত্র বাণী, মৃত্যুর পরে কে পড়াবে জানাজার নামাজ? সুতরাং বেরাদরানে ইসলাম, বেশী বেশী করে আপনাদের সন্তান, ছেলে এবং মেয়েদেরকে মাদ্রাসায় নিয়ে আসুন। বেশী বেশী করে মসজিদ মাদ্রাসা তৈরী করে সারা দুনিয়ায় আল্লাহ্‌র বিধান কায়েম করতে আমাদেরকে সাহায্য করুন। আল্লাহ্ আপনাদের জন্যে বেহেস্তের পথ সুগম করে দেবেন, যার ওপরে আছে কাঁদি কাঁদি কলা ও খর্জুরের সারি সারি বাগান, আর নীচে আছে প্রবাহিত ঝর্ণার মত দুধের নহর। সর্বোপরি আপনাদের জন্যেই অপেক্ষায় আছেন মাথা-পিছু চিরকুমারী ৭০জন হুর-পরী, যাদেরকে কোনদিন কোন মানুষ বা জীন স্পর্শ করেনি, আরো আছে অসংখ্য কিশোর বয়সী ফুটফুটে বালক।

আকাশ মালিক-
ইংল্যান্ড, ডিসেম্বর ২০০৫।